ফিলিস্তিনের পাশে থাকুন

মূল

ড. রাগেব সারজানী

অনুবাদ

আশরাফুল হক

প্রকাশনায়

রাহনুমা প্রকাশনী ™

ফিলিস্তিনের পাশে থাকুন—৩

প্রভুর প্রীতি ও বিরাগের প্রতিভু বনী ইসরাঈল

পেছনের কথা

৬৩৬ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বরে জেরুসালেম অবরুদ্ধ করেন আবু ওবায়দা রাযি.। তিনি নগরীর রসদ ফুরানোর অপেক্ষায় থাকেন। বরফ পড়া শুরু হওয়ায় শহরে খাদ্যাভাব দেখা দেয়। অসহায় সেফ্রোনিয়াস বার্তা পাঠান আত্মসমর্পণের। তবে কঠিন শর্ত দেন—স্বয়ং খলীফাকে এসে চুক্তিপত্রে সই করতে হবে। কারণ গত একশ বছরে এ শহর এতবার ধর্ষিতা হয়েছে, তাকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাবার সর্বোচ্চ গ্যারান্টি তার চাই।

দ্রুত ঘোড়া ছুটল মদীনায়। অভাবনীয় দ্রুততায় ফিরে এল বার্তাবাহক। খলীফা জানিয়েছেন, তিনি আসছেন, কয়েক দিনের মধ্যেই।

একজন-মাত্র রাহবার নিয়ে ওমর রাযি. এলেন জাবিয়ায়। তাকে অভ্যর্থনা জানাতে আবু ওবায়দা, খালিদ ও ইয়াজিদ এগিয়ে এলেন জাবিয়া পর্যন্ত। আমর রয়ে গেলেন অবরোধের নেতৃত্বে। তিনি ভয়ও পাচ্ছিলেন খলীফার মেজাজকে। লৌহকঠিন এই মানুষটি যদি ক্ষুব্ধ হয়, তো তার কপালে দুঃখ আছে।

পরদিন কিংবা তার পরদিন, জেরুসালেমের গেটে বিশপ সেফ্রোনিয়াসের দ্বারা সংবর্ধিত হন খলীফা ওমর রাযি.। সাদা ধবধবে আলখেল্লা, গলায় ক্রুশ, হাতে শাসন-দণ্ড এবং কয়েকটি গসপেল ধরা বিশপের সামনে ওমর রাযি. যেন এক দীনহীন মানুষ। তাকে দেখে যতটা অভিভূত হয়েছেন বিশপ, তার চেয়ে বড় ধাক্কা খেয়েছেন উটে বসা চালককে ভুল করে খলীফা ভেবে। এই নবাগত শক্তি বুঝিয়ে দিচ্ছে, এরা অন্যরকম মানুষ। যাদের কথা খ্রিস্ট বারবার বলেছেন। সেফ্রোনিয়াস নিজের অজান্তে দ্বিধাগ্রস্ত হন।

জেরুসালেম দুর্গ শহর, তাই তার আয়তন বাড়ে না। এ শহর বারবার লুণ্ঠিত হয়েছে এবং বারবার ধর্ম তাকে শীর্ষে তুলে এনেছে। ওমরা রাযি. সবকিছু দেখে অভিভূত হন।

স্বাক্ষরিত হলো ওমর-প্যাক্ট। সেফ্রোনিয়াস ও ওমর রাযি. শান্তি চুক্তির দলিলে সই করেন। বিজয়ী পক্ষের সাক্ষ্য হন খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযি., আমর ইবনুল আস রাযি., আব্দুর রহমান ইবনে আওফ রাযি. ও মুআবিয়া রাযি.। বসরার গ্যারিসন ছেড়ে মুআবিয়া এসে যোগদান করেছেন এই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানে।

পাঁচশ বছর অশান্তির পর জেরুসালেম স্বস্তি পেল। পরে পাঁচশ বছর পর আক্রমণ করা হলো এই সেফ্রোনিয়াসদের পক্ষ থেকেই। ১০৯৯-এ ঘটা সেই আক্রমণের নাম ক্রুসেড। শুরু করলেন পোপ আরবান-টু—মিথ্যা আশংকার অভিযোগ তুলে।

দশদিন খলীফা জেরুসালেমে অবস্থান করেছিলেন। শহরের প্রতিটি প্রান্ত তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছিলেন। তিনি খ্রিস্ট ও খ্রিস্টধর্ম বুঝার চেষ্টা করেছিলেন। লক্ষ্য করেন ইহুদীদের দুরবস্থা এবং তাদের বাস্তুহীনতাকে। অনুভব করছিলেন আল-কুদসের মর্ম ও গুরুত্ব।

ভগ্ন ও বিপর্যস্ত হওয়া সত্বেও তিনি শহরের দেয়াল দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। কারণ আরবের আর কোনো শহরে এ রকম নগর-দেয়াল ছিল না। দক্ষিণ দিকের গেটের বাইরে দাউদ আ.-এর কবর। সেদিক এত ময়লা আর গোবর যে খলীফার মন ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। তিনি নিজ হাতে দেয়ালের বাইরে ময়লা সরানো শুরু করলেন। ঘটনা হতভম্ব করে দিলো সেফ্রোনিয়াসকে। অবাক হয়ে তিনি বলেন, আপনি একি করছেন?

তিনি বলেন, পরিষ্কার করছি। একজন মহিমান্বিত নবীর সম্মানে বানানো দরোজা এমন ধূলিম্লান রাখা আমার পছন্দ নয়। দেখাদেখি খালিদ, আমর ও মুয়াবিয়াও ময়লা পরিষ্কার শুরু করেন। হতভম্ব সেফ্রোনিয়াস ভৃত্যদের ডাক দেন, ডাক দেন গির্জার পুরহিত ও ছাত্রদের। তারপর নিজেও ময়লা পরিষ্কারে হাত দেন। গোবর ফেলার জন্য সেই যে গেটের নাম হলো ডাং গেট—এখনো সেই নামে পরিচিত।

অবিশ্বাস্য অলৌকিকতায় বৃষ্টি নামল। ঐতিহাসিক স্বীকৃতি আছে যে, সেবারের বৃষ্টি বেশ কয়েক দিন স্থায়ী হয়েছিল। টেম্পল মাউন্ডসহ পুরো জেরুসালেম পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল।

ফেরার পথে ওমর রাযি.-কে দেখানো হলো ক্যালভারি—মানে গলগাথা—বধ্যভূমি। (ঈসা আ.-কে ক্রুশবিদ্ধ করার জন্যে যেখানে ক্রুশ স্থাপন করা হয়েছিল।) দেখা শেষ হতে হতে দুপুর হয়ে যায়। জোহরের নামায পড়বেন খলীফা। সেফ্রোনিয়াস গির্জার সামনের অংশ দেখিয়ে বলেন, এই জায়গাটা বেশ পরিষ্কার, আপনি এখানেই নামায পড়ুন।

ওমর রাযি. কি যেন ভাবলেন। এটা তো গির্জার অংশ তাই না বিশপ?

জি-হাঁ।

তাহলে আমি একটু সামনে যাই।

সেফ্রোনিয়াস মনে কষ্ট পান। নতুন ধর্মের নেতা তার ধর্মকে তুচ্ছ করছে! অথচ তারা দাবি করে, ঈসা তাদেরও নবী। তাহলে তিনি এদের যতটা সত্য ভেবেছিলেন, আসলে এরা ততটা সত্যাশ্রয়ী নয়।

নামায শেষ করে ওমর রাযি. ডাকলেন বিশপকে।

বললেন, আমি যদি আজ আপনার গির্জায় নামায পড়ি, যদি আমার ধর্ম আগামীতে অনেক বেশি বিস্তার লাভ করে, কী হবে জানেন?

হতবুদ্ধ সেফ্রোনিয়াস মাথা নেড়ে অপারগতা জানান।

তাহলে এই হবে, আগামীর মুসলিমরা পৃথিবীর যে শহরই অধিকার করবে, সেখানকার গির্জা মসজিদ বানিয়ে ফেলবে। তারা উদাহরণ দেবে আমাকে এবং আমি সেই পাপের বোঝা মাথায় নিলে আল্লাহর কাছে মুক্তি পাব না।

সেফ্রোনিয়াসের তাৎক্ষণিক ইচ্ছা হলো, এখনই, এই মুহূর্তে মহানুভব খলীফার পায়ে পড়ে শ্রদ্ধা জানায় এবং তার ধর্ম গ্রহণ করে। কিন্তু কি এক মনোবিকারে তার পক্ষে তা সম্ভব হলো না।

আরেক দিন বাইতুল মুকাদ্দাস পরিদর্শন করার সময়ও নামাযের সময় হয়। তিনি বেলালকে ডেকে বলেন, হে আল্লাহর রাসূলের মুয়াজ্জিন, আপনার কণ্ঠ আবার আওয়াজ তুলুক!

বেলাল অশ্রুসিক্ত ও কম্পমান। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর থেকে তার কণ্ঠ স্তব্ধ। তিনি তখন থেকে আর আজান দেন না। যে ঐশ্বরিক প্রেমে তার সুর বাধা, তা আর মুখরিত হয় না। অথচ আজ, ওমরের মধ্যে কী আছে কে জানে, তিনি তার কণ্ঠে মদীনার ওজস্বিতা টের পাচ্ছেন।

কম্পমান কণ্ঠে বেলাল রাযি. বলেন, আমি আর পারি না, ওমর!

পারবেন।

আমি অসহায়...।

আল্লাহর সাহায্যের সামনে কেউ অসহায় নয়, বেলাল! আমি খলীফা ওমর ইবনে খাত্তাব আদেশ করছি, আপনি আজান দিন।

প্রকম্পিত মুয়াজ্জিন কানে আঙ্গুল গুঁজে হাঁক দেন : আল্লাহু আকবার—এসো কল্যাণের দিকে—আল্লাহ মহান।

পুরো জেরুসালেম কেঁপে ওঠে। যে যেখানে ছিল দৌড়ে আসে। কেউ এল ইবাদতে শরিক হতে। কেউ এল দেখতে।

আজান শেষে বেলালকে বুকে জড়িয়ে ধরে ওমর ফারুক বললেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ তার প্রিয় নবীকে সফর করিয়েছেন রাতের আঁধারে—মক্কার মসজিদ থেকে দূরতম মসজিদে—যার চারপাশে কল্যাণের চিহ্ন।'

বেলাল শুধু কাঁদছেন—তার বুক ফেটে যাচ্ছে আনন্দের উদ্গাত প্রস্রবনে। তিনি বলেন, নিশ্চয় এই ওমর আল্লাহর নবীর প্রিয়তম শিষ্য। নিশ্চয় সেই জাতি সৌভাগ্যবান, যারা নবীর পরেও ওমরের মতো নেতা পান।

এবার খলীফা ইহুদী রাব্বি কাবের কাছে জানতে চান, কোথায় নামায পড়তে বলেন আপনি? কোথায় নামায পড়লে দাউদ, সোলায়মান, মরিয়ম ও মুহাম্মাদ সা.-এর মর্যাদা অটুট থাকে?

ইহুদী পণ্ডিত বর্তমান রক ডোম-অফ-রকের পাশটা দেখিয়ে দেন। কিন্তু ওমর রাযি. নিজে সিদ্ধান্ত নিয়ে দক্ষিণ প্রান্তে এগিয়ে আসেন—বর্তমান আল-আকসার পাশে।

কাব অবাক হয়ে জানতে চান, এখানে কেন, হে বিশ্বাসীদের নেতা?

ওমর রাযি. বলেন, এর সামনে (নিচে) রয়েছে দাউদ আ.-এর প্রার্থনা-গৃহ এবং অনেক সামনে রয়েছে মক্কা। আমি চাই এই দুই মহাপবিত্র স্থানকে সম্মানের সারিতে রাখতে।

অভিভূত কাব দেখেন, ওমরের পিছনে সার বেঁধে কয়েকশ মুসলিম দাঁড়িয়ে গেছেন এবং চারপাশ কয়েকশ উৎসুক জনতা ঘিরে রয়েছে। সেফ্রেনিয়াসও ঘটনায় অভিভূত। তার শ্রবণেন্দ্রিয়ে তখন সুর তুলেছে কালো এক মানুষের আশ্চর্য কণ্ঠস্বর। যে আওয়াজে সম্মোহিত হয়ে তিনি ছুটে এসেছেন গির্জা ছেড়ে। হাঁ-ঈশ্বর, মানুষের কণ্ঠ এত সুরেলা ও জোড়ালো হয়!

কী ছিল ওমরের সেই চুক্তিতে? ওমরের এমন কী বিশিষ্টতা সেখানে উজ্জ্বল ছিল, যা অনুসরণীয় হয়ে আছে পনেরোশ বছর ধরে?

ছিল মানুষের সম-অধিকার ও সাম্যের ঘোষণা। ছিল ধর্ম ও যুদ্ধের জয়-পরাজয়ের বাইরের সেই বোধ, যার প্রতি সম্মান থাকলে গড়ে ওঠে সত্যিকারের 'জাতিসংঘ'। মানুষ হয়ে ওঠে মানুষের ভাই। যে সহমর্মিতার অভাবে আজ আমরা প্রতিবেশির খুনে হাত রাঙাই, ঠুনকো অজুহাতে ছুরি চালাই ভাইয়ের গলায়, সেই অমানবিকতা দূর করার এক অসাধারণ চুক্তি ছিল সেটি। না সেখানে ছোট করা হয়েছিল খ্রিস্টান, ইহুদী ও অগ্নি উপাসকদের; না জোরাজুরি ছিল নতুন ধর্মে অন্তর্ভুক্ত করানোর। শুধু বিজয়ী পক্ষের কিছু বিষয়কে সম্মান জানিয়ে তাদের মর্যাদা সামান্য উঁচুতে রাখা হয়েছিল—যেমন হওয়া উচিত যুদ্ধ-বিজয়ীর অধিকার। সেক্ষেত্রেও শিথিলতা ছিল, কেউ অমুসলিম হয়েও মুসলিমদের পক্ষে যুদ্ধ করলে তার অধিকার হয়ে যাবে সমান সমান।

ওমরের রাযি. সেই ঐতিহাসিক সফরের পর আবু ওবায়দা রাযি. ও আমর ইবনুল আস রাযি. দু'দিকে বেরিয়ে যান। তৃতীয় দিক জয় করেন মুয়াবিয়া রাযি.। যে ভবিষ্যদ্বাণী ওমর রাযি. করেছিলেন পাদ্রি সেফ্রোনিয়াসকে, তাই সত্যি হয়ে ওঠে দ্রুত। নতুন এই শক্তি পৌঁছে যায় মিশর থেকে সিন্ধু পর্যন্ত। প্রথমে উমাইয়া, পরে ইয়াজিদ গড়ে তোলেন নৌ-বহর। বিজিত হয় সিসিলি এবং প্রস্তুতি শুরু হয় বাইজেন্টিয়ান আক্রমণের।

ওমরের রাযি. পরে আসেন ওসমান রাযি.। ওসমানের রাযি. পরে আলি রাযি.। আলির রাযি. সঙ্গে মতদ্বৈততা শুরু হয় মুয়াবিয়া রাযি.-এর। আসে ভাঙন। আসে কারবালা। বিয়োগান্ত বহু ঘটনার সাক্ষী হয় জেরুসালেম। কিন্তু ওমরের সেই চুক্তি পাল্টায় না। নতুন এলাকা জয় করেই দখল করে নেয় না তার গির্জা ও সেনাগগ। ভাঙ্গে না কারো মন্দির, লোটে না কারো ধর্মগ্রন্থ।

কারণ কী? কারণ সেই চুক্তির অনুলিপি। সেফ্রোনিয়াসের সাথে যে লিখিত চুক্তি হয়েছিল খলীফা ওমরের—তার নকল তৈরি হয় শত শত। যারা ভয় পাচ্ছিলেন এই নতুন শক্তি ইসলামকে তারাই সংগ্রহ করেন 'ওমরের দলিল'। আজো যার অবিকল কপি সংগৃহীত আছে পৃথিবীর বড় বড় জাদুঘর ও লাইব্রেরিতে।

তবে এর ব্যত্যয় ঘটে না? নিশ্চয় ঘটে। ঘটে দু'পক্ষেই। বিজয়ী মুসলিমদের মধ্যেও নকল-দলিলের উপর বসিয়ে দেয়া হয় ইচ্ছেমত শব্দ এবং চুক্তির শর্ত। বিপরীত দলেও তাই। দু'পক্ষে বাড়তে থাকে বাড়াবাড়ি। অনাহূতভাবে বাড়ে ধর্মের কোলাহল। আসে বিনাশ। আসে ক্রুসেড। আসে রক্তপাত ও প্রতিশোধ। ক্ষমা দূরে সরে যায়। শান্তি হয় সুদূর পরাহত।

তবুও বিতাড়িত ইহুদীরা নিরাপদ থাকে। যে জেরুসালেম নিয়ে তাদের এত আগ্রহ, সেই জেরুসালেমের দেয়ালই হয়ে ওঠে তাদের চূড়ান্ত নিরাপত্তা।

দশ দিনের সংক্ষিপ্ত সফরেই ওমর রাযি. বুঝতে পারেন, খ্রিস্টানরাই আসলে বেশি আগ্রাসী। তখন তিনি দূত পাঠিয়ে ডেকে আনেন সত্তরটি ইহুদী পরিবারকে। তাদের অবস্থান হয় দেয়াল ঘেরা জেরুসালেমের পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে। সেদিকের দেয়াল পেরুলেই দাউদের আ. কবর—যিনি ইহুদীদের প্রথম রাজা। প্রাণের চেয়ে প্রিয় নবীর কবরকে কাছে পেয়ে ইহুদীরা আনন্দে উদ্বেলিত হয়। ওমরের রাযি. সম্মতিতে গেটের নাম হয় জায়ন গেট—ইহুদী দরোজা।

ইতিহাসের শুরু

সুদর্শন ও বিনয়ী ছেলেটির সাথে প্রতিদিন কেন তার ঝগড়া লাগে—বাবা বুঝতে পারেন না। শহরে তার অনেক সুনাম। শিল্পী হিসেবেও সে অখ্যাত নয়। তার গড়া দেবতাদের দামও বাজারে বেশ চড়া। কিন্তু ছেলেটা বিক্রি করতে গিয়ে যাচ্ছে-তাই বলে, আসুন আসুন ভালো মূর্তি, কারো কোনো ক্ষতি করবে না; উপকারেও আসবে না!

ক্রেতারা রাগ করে কাছেই ঘেঁষে না।

আজ আবার নতুন এক কাণ্ড করেছে। মূর্তিগুলোকে নদীর পানিতে চুবিয়েছে। প্রতিবেশীর ছেলেটা তাকে বলেছে, ছেলে নাকি চিৎকার করে বলেছে, খা খা, নদীর পানি খা। তাও তুই পারিস না—আবার দেবতা!

চরম বকাবকি করেছে ছেলেকে। ছেলে রাগ করে পাহাড়ের দিকে চলে গেছে। যাক, মরুক গে। অমন অপদার্থ ছেলে দিয়ে আর কী হবে। যাক সে যেখানে ইচ্ছা।

পাহাড়ের চূড়ায় বসে ছেলেটি আকাশ দেখে। ধীরে ধীরে অন্ধকার গাঢ় হয়। আকাশে ফুটে ওঠে তারারা। কী উজ্জ্বল আর চমৎকার—যেন আলোর মালা। তবে কি তারাই বেশি শক্তিমান? অন্তত ঐ মাটির মূর্তির চেয়ে! তাহলে আমি বরং তাকেই প্রভু মানি। ওরা তো অন্তত মিটিমিটি করে। উজ্জ্বল হয়।

কিন্তু ঐ যে চাঁদ ওঠে এল পূর্বাকাশে। ও যে আরো উজ্জ্বল! হায়রে ওর উজ্জ্বলতায় যে তারাই নিভে যাচ্ছে। তাহলে? ঐ চাঁদ দেখি তারাদের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিমান। তবে তো একেই ভক্তি দিতে হয়। ছেলেটি আনমনে মাটিতে আঁক কষে। তারা বড়, না-চাঁদ বড়? অবশ্যই চাঁদ। তারার আলো বেশি, না-চাঁদের? অবশ্যই চাঁদের। তাহলে তো চাঁদই প্রভু...।

ভাবতে ভাবতে ভোর হয়ে এল। উঠে এল সূর্য। মুছে গেল তারারা। মিলিয়ে গেল চাঁদ। এবার...?

সে বিস্ময়াভূত চোখে সূর্যকে দেখতে থাকল। দু'চোখ বন্ধ হয়ে আসছে তার—কত বোকা ছিলাম আমি। সূর্য ছাড়া আর কেউ শক্তিমান নয়। কেউ নয়। আমি সূর্যকেই ভক্তি দেব...।

বিশাল মেলা হচ্ছিল উর-এ। কিন্তু সে গেল না। তার মনে ছিল ভিন্ন চিন্তা। সে দুঃসাহসী কাজে নেমে পড়ল। প্রধান মন্দিরের সবগুলো মূর্তি কুড়ালের কোপে চূর্ণ-বিচূর্ণ করল, বাল-এর বড় মূর্তিটা ছাড়া। ভাঙ্গার পর কুড়ালটা বালের গলায় ঝুলিয়ে চলে গেল পাহাড়ের চূড়ায়—দেখা যাক এবার কী হয়।

মেলা থেকে ফিরে প্রধান পুরোহিত চিৎকার করে উঠলেন, হায় হায়, আমার সর্বনাশ হয়েছে। বড় দেবতা ছাড়া সব মূর্তি চূর্ণ বিচূর্ণ!

হাজারো ভক্তের কান্নায় চারদিক বিষাদে ছেয়ে গেল। ক্রুদ্ধ জনতা শেষ পর্যন্ত আসামি ধরে ফেলল। নাম তার ইবরাহীম। শিল্পী আজরের ছেলে—সে দেবতায় বিশ্বাসী নয়।

জিজ্ঞাসাবাদ করায় সে কিছুই বলে না। শেষ পর্যন্ত তাকে রাজার কাছে নেয়া হলো।

রাজা জিজ্ঞাসা করেন, তুমি ভেঙ্গেছ এসব?

ইবরাহীম শান্ত কণ্ঠে বলেন, কেউ না কেউ তো অবশ্যই ভেঙ্গেছে। দেবতাদের রাজা তো কাঁধে কুড়াল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—তাকে জিজ্ঞাসা করেন না কেন?

রাজা হতভম্ব!

সবাই জানে, পাথর-মাটির মূর্তি কথা বলে না। তবু প্রশ্নটা উপস্থিত জনতার বিশ্বাসের ভিত্তিতে জোরাল আঘাত হানল। তাদের মননে আলোড়ন সৃষ্টি করল। সেই আলোড়ন আড়াল করার জন্যে চিৎকার করে উঠলেন রাজা। বললেন, একে আগুনে নিক্ষেপ করো!

কিন্তু আগুন তাকে পোড়াল না। যদিও তিনি পুড়তে লাগলেন নিজের আগুনে। নীতিহীন, সুবিধাবাদী মানুষ সত্য থেকে এত দূরে, স্রষ্টা থেকে এত বিমুখ! এই বেদনা ও হতাশায় ক্লান্ত ইবরাহীম জন্মভূমি থেকে হিজরত করলেন সুদূর উত্তরে।

সেখানেও একই প্রতিপক্ষ। একই বাধা। সত্যকে নির্মূল করার একই চেষ্টা।

অবিচল ইবরাহীম অনড় তার বিশ্বাসে। যে প্রভু তাকে সত্য ও সুন্দরের সন্ধান ও প্রশান্তি দিয়েছেন—তাঁর প্রতি তার বিশ্বাস পাহাড়ের মতো দৃঢ়। সে শুধু সবাইকে শুনিয়ে বলে, 'আমি মুখ ফেরালাম সমস্ত দিক থেকে—শুধু তাঁরই দিকে, যিনি এই জমিন ও আসমানের মালিক। তিনি এক, অদ্বিতীয় ও লা-শরিক। ভ্রান্তির পথ ছেড়ে তোমরা সঠিক পথে এসো!'

মানুষ সাড়া দেয়। আবার রাজার ভয়ে লুকিয়ে বেড়ায়। কিন্তু ইবরাহীম আ. দমেন না। প্রিয়তমা স্ত্রী সারাকে নিয়ে আবারও যাত্রা শুরু করলেন দক্ষিণের কাফেলায়। এবারের গন্তব্য কেনান—জেরুসালেম।

কেনানের লোকেরা তাকে আতিথ্য-আপ্যায়ন করল ঠিকই, কিন্তু তার ডাকে সাড়া দিল খুব কম মানুষ। জেরুসাইট শহরগুলো ভ্রমণ করলেন তিনি। হেরবন, আক্কা, জেরুসালেম, জাফফা ও আস্কেলন হয়ে পৌঁছলেন গাজায়।

গাজা থেকে আরো দক্ষিণে ফারাওয়ের রাজ্য। সেই রাজ্যের রাজধানী পৃথিবীর সেরা শহর। কিন্তু সেখানে যাবার বিপদ অনেক। বহিরাগত নারীরা সেখানে অনিরাপদ।

এদিকে ইবরাহীমের স্ত্রী সারা অসাধারণ রূপবতী। বয়স হলেও তার সৌন্দর্য আকর্ষণীয়। ইবরাহীম সারাকে বললেন, তুমি স্ত্রীর বদলে আমার বোন পরিচয় দিয়ো—তাতে যদি বাঁচা যায়।

সারা সম্মত হলেন। কারণ তারা একই পিতা আদমের সন্তান বলে এতে কোনো মিথ্যা নেই।

মিশরের ফারাও সেনোসেট-ওয়ানের ক্ষমতা সীমাহীন। কিন্তু সে ক্ষমতা অর্থহীন। কারণ সম্রাটের পুত্র নেই। তার কন্যা হাগার-হাজেরা দ্রুত বড় হচ্ছে। আরও দু'টি কন্যা জন্মেছে অন্য রাণীদের উদরে। কিন্তু পুত্র না থাকলে কে ধরবে রাজদণ্ড? সম্রাটের বুক জুড়ে কেবলই নেই নেই হাহাকার। কী হবে তার রাজ্যের ভবিষ্যৎ!

ফারাওয়ের নির্দেশ ছিল, বহিরাগত কেউ এলেই রাজাকে দর্শন দিতে হবে। সেই দর্শনে রাজা যদি কোনো নারীকে পছন্দ করে বসেন, তো